গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

তারিখ ঃ ০১.০৭.২০১৫ খ্রি.

বিষয় ঃ হাওড় এলাকায় ধানের চারা রোপন, কর্তন ও সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার নিমিত্তে বিশেষ প্রণোদনা কার্যক্রম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে মোট চাল উৎপাদনের ৫৫% উৎপাদিত হয় বোরো মৌসুমে। বোরো চাষ সেচ নির্ভর। তাই উৎপাদন ব্যয় বেশি হয় এবং ফলনও বেশি। দেশে উৎপাদিত ধানের গড় ফলন ৩.০২ মে. টন/হেক্টর। সেখানে বোরোর গড় ফলন ৩.৯৮ মে. টন/হেক্টর। দেশের প্রায় সব জেলাতে কমবেশি বোরো চাষ হলেও উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকা বোরো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং এসব এলাকায় বোরো আবাদও বেশি হয়। তাছাড়া হাওড় এলাকার নিম্নাঞ্চলে কেবল মাত্র একটি ফসল চাষ হয়ে থাকে তা হল বোরো ধান। এ অঞ্চলের ৭টি জেলার (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ৫৭টি উপজেলায় ২৭৪টি ইউনিয়নে মোট ৩৭৩টি হাওড় আছে। হাওড় অঞ্চলে প্রায় ৯.১৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে বোরোর আবাদ হয় এবং ফসল হয় ৩৫.৬০ লক্ষ মে. টন। গড় ফলন ৩.৮৭ মে.টন/হেক্টর। যার মধ্যে হাওড়ের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত ৪.২৩ লক্ষ হে. জমিতে উৎপাদিত হয় ১৭ লক্ষ মে. টন চাল, যার গড় ফলন ৪.০৫ মে. টন/হেক্টর। প্রতি বছরই হাওড় এলাকায় আকস্মিক বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও আগাম বর্ষার কারণে বোরো চাষে কম বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে। এক ফসলী এলাকা বলে প্রাকৃতিক এ সকল দূর্যোগে কৃষকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

সরকার এক ফসলী এলাকা হিসেবে হাওড় এলাকায় বোরো চাষে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদানে বদ্ধপরিকর। সময় মত ভাল বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি, সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এতদঞ্চলে বোরো চাষে ইতোমধ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং এ এলাকার গড় ফলনও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাই সরকার হাওড় এলাকার বোরো ফসল নির্বিঘ্নে ঘরে তোলার লক্ষ্যে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে চাষের সময় কমিয়ে আনা ও ফসল কর্তন দ্রুত করে কৃষকের ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে রাইস প্লান্টার ও রিপার যন্ত্র সরবরাহের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এলক্ষ্যে সরকার ১০.৬০ কোটি টাকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য এ জন্য কোন অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। প্রস্তাবিত এ অর্থ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত 'কৃষি পূণর্বাসন সহায়ক' খাতের অর্থ হতে সংস্থান করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হলেও আগামী বোরো মৌসুমকে উদ্দেশ্য করে গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাজেট সেশন থাকায় নতুন অর্থ বছরের শুরুতে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।

চলমান পাতা/২

প্রণোদনার উদ্দেশ্য ঃ

- এক ফসলী এলাকা হিসেবে হাওড় এলাকায় বোরো ধান চাষ নিশ্চিত করা,
- চারা রোপন ও কর্তন যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিকের ঘাটতি পূরণ, শষ্য উৎপাদনের সময়কাল হ্রাস এবং উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনা,
- পাহাড়ী ঢল ও আকস্মিক বন্যার কবল থেকে ফসলকে রক্ষা করা,
- শষ্য সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস করা,
- যান্ত্রিকীকরণে কৃষকদের উদ্বুদ্ব করা।

প্রণোদনা কর্মসূচির ব্যয়	ঃ	১০.৬০ কোটি টাকা।
যন্ত্রের বিবরন	ঃ	রিপার ২৭৫টি (প্রতি ইউনিয়েন ১টি করে)।
রাইস প্লান্টার	ঃ	১০০টি (প্রতি তিন ইউনিয়নে ১টি করে)।
প্রশিক্ষণ	ঃ	এ কর্মসূচির আওতায় ব্যবহার উপযোগী প্রায় ১০০০ কৃষক, ৪২০ জন মেকানিক্স/ ড্রাইভার, ৫০০ জন এসএএও এবং ৬০ জন কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
বিতরণ পদ্ধতি	ঃ	হাওড় এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিচালিত কৃষক দল তথা আইপিএম/ আইসিএম/ সিআইজি ক্লাবগুলোকে এ সকল যন্ত্র বরাদ্দ দেয়া হবে। বরাদ্দকৃত যন্ত্রগুলো উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এসএএও'র তত্ত্বাবধানে থাকবে। নির্বাচিত কৃষক দলই যন্ত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। এ যন্ত্রগুলো সরকারি সম্পত্তি বিধায় কোন অবস্থাতেই এগুলোকে ব্যক্তি মালিকানা হিসেবে নেয়া যাবে না।
কৃষক দল নির্বাচন	ঃ	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটি যন্ত্র সরবরাহের জন্য কৃষক দল নির্বাচন করবে।

হাওড় এলাকায় প্রণোদনা কর্মসূচির প্রত্যাশিত সুফলসমূহ ঃ

- যান্ত্রিকিকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এনে ফসল উৎপাদনকে লাভজনক করে তোলা,
- ফসল চাষের সময়কাল কমিয়ে আনা,
- রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা,
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে সহায়তা করা,
- আধুনিক কৃষিতে কৃষকদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া,
- বোরো মৌসুমে হাওড় এলাকায় শ্রমিকের সংকট কমিয়ে আনা।

(মতিয়া চৌধুরী এম.পি)
মন্ত্রী